দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 JAN 1991
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক

পরীক্ষার হলে গোলযোগের কারণে গত শুক্রবার ঢাকায় কয়েকটি কেন্দ্রে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা বানচাল হয়ে যায়। এ পরীক্ষার জন্য গত কয়েক মাস ধরে ছাত্রছাত্রীরা প্রস্তুতি নিয়েছে। মেডিক্যাল কলেজে আসন সংখ্যা সীমিত। প্রতিযোগী অনেক বেশী। সেরা ছাত্রছাত্রীরাই কেবল ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ পায়। এদের মধ্যে ঝাড়াই-বাছাই হয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যাবে। তাই প্রস্তুতিপর্বে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে সকলকেই। কিন্তু পরীক্ষার হলে এসে ভাঙচুরের ডামাডোলে কেউ পরীক্ষা দিতে পেরেছে, কেউ পারেনি। কেউ কান্নাকাটি করে হল ছেড়ে চলে গেছে। কেউ কেউ আহত হয়েছে।

পুরো ঘটনায় পরীক্ষার্থীরা হতবাক। তাদের মনে অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ। আবার পরীক্ষা নেয়া হবে কি না, কবে হবে। যারা পরীক্ষা দিতে পেরেছে, ওদেরও সংকট। এক পরীক্ষা দু'বার দেয়া কম বিড়ম্বনা নয়।

ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছিল প্রায় ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী। এদের মধ্যে ১শ' ১১ জনের আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ থাকায় কর্তৃপক্ষ সেগুলো বাতিল বলে গণ্য করেন। এবং তাদের তালিকা গত বুধবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে পরীক্ষার দিন একদল ছাত্র পরীক্ষার হলে ভাঙচুর শুরু করে। পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যায়।

বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পর জানা যাবে কার দোষে কি হয়েছে। কার দায়িত্ব কতটুকু এবং এ ব্যাপারে করণীয় কি।

কারণ ছাড়া কোন ঘটনা ঘটে না, এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্যের অন্য দিকও রয়েছে। কেবল 'কারণ'-এর বদৌলতে সব ঘটনাকে জায়েজ করা যায় না। যাদের ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র বাতিল করা হয়েছে তাদের কথা থাকতে পারে, আপত্তির সঙ্গত কারণও থাকতে পারে। কিন্তু এ জন্য প্রায় ৫ হাজার পরীক্ষার্থীকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয়ার মত কাজ কতটুকু সঙ্গত সে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আপত্তি জানানো ও প্রতিবাদের আরও অনেক পথ রয়েছে।

এক পর্যায়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ ভাঙচুর থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের আহ্বান জানান। এ উদ্যোগ ভাঙচুররত ছাত্রদের উত্তেজনা প্রশমনে সাহায্য করে। যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক ঘটনা রোধে ছাত্রসমাজের বিবেকবান অংশ এগিয়ে আসবে এটা সকলের কাম্য। এজন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলের ধৈর্য ও সংযম। তা না হলে কোন ক্ষেত্রেই নিয়ম-কানুন বলে কিছু থাকবে না। অথচ অনিয়মের রাজত্বের অবসান এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও বৃহত্তর ছাত্রসমাজ সময়োচিত ও বিবেচনাপ্রসূত ভূমিকা রাখলে ঘটনা হয়তো নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারত না। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনা যেন আর কখনও না ঘটে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সব মহলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।